গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা ঃ ৬ (কলেজ-১)

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালা-২০১০।

২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির লক্ষে নিম্নরূপ নীতিমালা জারী করা হলো ঃ

১। **সংজ্ঞা ঃ- এই নীতিমালায়-**

(ক) 'কলেজ' বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(খ) 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;

(গ) 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

(ঘ) 'শিক্ষার্থী/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২। **ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ-**

(১) ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ সনে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

(২) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (১) এর অধীন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

(৩) ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথাঃ

(ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;

(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং

(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি শাখা।

৩। **প্রার্থী নির্বাচনের অনুসরণীয় পদ্ধতি ঃ-**

(১) ভর্তির জন্য কোন বাছাই পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

(২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৮৮% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১২% আসনের মধ্যে ৭% উল্লিখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের/পোষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের/পোষ্যদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(৩) বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজগুলিতে ৮৮% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১২% আসনের মধ্যে ৭% উল্লিখিত জেলা সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের/পোষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের/পোষ্যদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(৪) দফা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত ৮৮% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

(৫) (ক) GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। (৯ বিষয়ে জিপিএ ৫ হিসাবে হবে ৯×৫=৪৫ পয়েন্ট।কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)।

(খ) দফা (ক) এর বিধান সত্বেও কেবল বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীগণের মধ্যে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে ০৫ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গনিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে ।

(ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট পয়েন্ট একই হলে সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গনিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(৬) (ক) উপ-অনুচ্ছেদ-৫(ক)(খ)(গ)(ঘ) ও (ঙ) দফা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রয়োগের পরও যদি কোন কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই-এ উদ্ভূত সমস্যা সমাধান না হয়-সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড, কম্পিউটার কেন্দ্র (বাড়ী নং ৪৪ রোড নং ১২/এ ধানমন্ডি) ঢাকা এর চেয়ারম্যান বরাবর নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মেধাক্রম সংগ্রহ করে প্রার্থী বাছাই করতে হবে।

(খ) শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের যেকোন নির্দেশনা WWW.educationboard.gov.bd এবং WWW.dhakaeducationboard.gov.bd এর মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে। ই-মেইলে যোগাযোগের জন্য ssa@dhakaeducationboard.gov.bd ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে।

(৭) এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

(৮) কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

(৯) ভর্তির সকল কার্যক্রম যথাসম্ভব অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

(১০) কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা (৫০% নম্বর) ও জিপিএ (৫০%) ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৪। বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি ঃ-

(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কলেজসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়) ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করবে। বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজসমূহে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজের নোটিশ বোর্ডসহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করবে।

(৩) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজের ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

(৪) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কোন কলেজ এ নীতিমালা অনুযায়ী উহার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের একটি মেধাক্রম তালিকা এবং মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম ২৫% অপেক্ষমান মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, উক্ত অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ভর্তি করতে হবে।

(৫) ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

(৬) ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হতে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র ফরমের মূল্য বাবদ ১০.০০ (দশ) টাকা এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা সর্বমোট ৬০.০০ (ষাট) টাকা গ্রহণ করা যাবে।

(৭) কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

(৮) ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ফিসহ নিম্নে উল্লিখিত ফি (যদি থাকে) গ্রহণ করা হবে, যথাঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১০০.০০
২.	ক্রীড়া ফি	২৫.০০
৩.	রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড ফি	১৫.০০
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	১৫.০০
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
৬.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০

তবে শর্ত থাকে যে কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে এবং বিলম্বে ভর্তি হলে তার নিকট হতে উপরোল্লিখিত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নে উল্লিখিত ফি গ্রহণ করা যাবে, যথাঃ-

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১।	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
২।	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০.০০

৫. **ভর্তি, ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন ইত্যাদি** ঃ- (১) ২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নে উল্লিখিত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
(ক)	ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	১০/০৬/২০১০
(খ)	পূনঃ নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে	১২/০৬/২০১০
(গ)	সমমেধা সম্পন্নদের মেধাক্রম তৈরির জন্য নির্ধারিত ফরমে কম্পিউটার কেন্দ্রে আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ	১৩/০৬/২০১০
(ঘ)	ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ	১৭/০৬/২০১০
(ঙ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	২৮/০৬/২০১০
(চ)	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৭/২০১০
(ছ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	১৪/০৭/২০১০
(জ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	১১/০৭/২০১০
(ঝ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টট লিস্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	২২/০৭/২০১০
(ঞ)	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	২৫/০৭/২০১০
(ট)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	০১/০৮/২০১০

(ঠ)	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ব্যাংক ড্রাফটসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	০৫/০৮/২০১০
(ড)	পূরণকৃত এস.আই.এফ শিক্ষা বোর্ডে জমাদানের শেষ তারিখ (এস.আই.এফ এর সাথে জেলা রোভার স্কাউটস এর প্রাপ্য রোভার স্কাউটস ফি পরিশোধের রশিদ অবশ্যই জমা দিতে হবে)।	১৯/০৮/২০১০

৬. কলেজ পরিবর্তন ইত্যাদিঃ-

(১) যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধানমতে কোন কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (জ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফি সহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে তার ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লিখিতরূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ তার ভর্তি বাতিলপূর্বক জমাকৃত তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫(পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

(৩) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস এস সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিট/নম্বরপত্র উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক বা তাঁদের যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/ নম্বরপত্র আটক রাখতে পারবে না।

৭. অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ-

(১) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন অথবা স্বীকৃতি বাতিলকৃত কোন কলেজে কোন অবস্থাতেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

(২) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৮। নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ-

(১) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষ হতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

(২) এই নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১) এবং অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (২),(৩) ও (৪) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হবে।

(৩) এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এমপিওভূক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৭/১১/২০১০

(মোঃ মফিজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (কলেজ)